রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৬১/২০২৬

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন)এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯) সনের ৫৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৫৫ক) ও (৬১ক) বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য : টাকা ৮·০০

৩। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ২০ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইন এর ধারা ২০ক বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খখ) বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের নূতন ধারা ৩২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩২ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধান কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোন বা সকল পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।"।

৬। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের নূতন ধার ৪২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৪২ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, কোন পৌরসভায় উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এইরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে, মেয়র ও কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং অধ্যাদেশ) এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৪ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দুইটির অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সকল স্তরে জনগণের নিকট বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে দেশে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ—এই পাঁচ স্তরে স্থানীয় সরকার কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।

২। স্থানীয় সরকারের পাঁচটি স্তরের মধ্যে পৌরসভা অন্যতম। পৌরসভা সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন/অধ্যাদেশ একীভূত ও সমন্বিত করে ২০০৯ সালে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০,' 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১৫,' (২০১৫ সনের ২৪ নং আইন) দ্বারা আইনটি সংশোধন করা হয়।

৩। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পৌরসভার প্রশাসনিক ও নাগরিক সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জনস্বার্থে গত ১৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে দলীয় মনোনয়নে নির্বাচন না করার স্বার্থে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়।

৪। প্রস্তাবিত সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:—

(ক) সম্প্রতি উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন পৌরসভার অনেক মেয়র ধারাবাহিকভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং যোগাযোগ করেও তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না মর্মে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহ সূত্রে জানা যায়। এছাড়া, পৌরসভার প্যানেল মেয়রগণও কর্মস্থলে ধারাবাহিকভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করেও উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না মর্মে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা সূত্র হতে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে পৌরসভার অনেক ধরনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে এবং জনসেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

(খ) পৌরসভার সকল ধরনের জনসেবা অব্যাহত রাখা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য জনস্বার্থে বিদ্যমান আইনের ধারা ৩২ ও ধারা ৪২ এর পর যথাক্রমে প্রস্তাবিত ধারা ৩২ক ও ৪২ক সংযোজন করে খসড়া 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করা প্রয়োজন।

(গ) দলীয় প্রতীকের পরিবর্তে পৌরসভার নির্বাচনে সকল পর্যায়ের জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৫। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভার প্রশাসনিক ও নাগরিক সেবামূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য **'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২৬'** শীর্ষক বিলটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

মীর শাহে আলম
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd